ঠিক করেছি
দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ঠিক করেছি কাটব না কখনও আর রিটার্ন টিকিট,
যতদিন বাঁচব, বাসের জানালা দিয়ে বাইরেই রাখব হাত,
গাছ আর বই দেখলেই পাতা ছিঁড়ব,
দিনের পর দিন জাগব রাত, ঠিক করেছি
ছোটোবেনানটা মারা গেলে পোড়াব না,
ভাসিয়ে দেব জলে, থাক ছিঁড়ে মাছে,
আগের বাবা খুন হলে, পরের যে জন বাবা হবে,
তার জন্যে হুইলচেয়ার তৈরি করাই আছে।
ঠিক করেই ফেলেছি মা-কে খুব কাঁদাব,
বোতলে জমিয়ে সেই জল, মাটিতে আঁকব পঙ্গু চতুর্ভুজ,
কিছুটা জান্তব, কিছুটা শান্ত, কাউকে না জানিয়ে
'ঈশ্বর' রাখব তার নাম
ঠিক করতে শুধু একটাই কাজ বাকি,
কাল সকালে উঠে সাজব কী-
বাল্মীকি না রাম?

শেষ কবিতা

কবিতার সারা শরীরে কেমন শরীর শরীর গন্ধ,
সরকারি লাল ডাকবাক্সে চারভাঁজ করে
ফেলব না বলে লিখেছি একে। তবু কবিতার সবটা
কিছুতেই যেন আমার একার নয়। অক্ষরগুলো কেমন যেন
নিতান্ত বাধ্য হয়ে শ্মশানবন্ধু হতে চাওয়া মানুষের মতো,
তাকিয়ে আছে, আদেশের প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষায় গায়ে কেমন
শূন্যতার গন্ধ, এমনটা তো থাকার কথা নয়।
কবিতার চারদিকে হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে অচেনা কয়েকজন,
আলগোছে জল দিয়ে কুলকুচি করার আওয়াজ কথা বলছে,
অলোচনা করছে অনেকে মিলে, সুধু আমার কাছে কেউ
জানতে চাইছেনা একবারের জন্যও,
কবিতাটা পুড়বে কীসে? চুল্লিতে না কাঠে?